দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে টাকার খেলা!

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ দেশের মধ্যম মানের মেধাবী বেকারদের একমাত্র সরকারী চাকরি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তদ্বির ও টাকার খেলা। মন্ত্রী, এমপি, আমলা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও জেলা প্রশাসকদের কাছে তদ্বির যাচ্ছে চারদিক থেকে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, দেশজুড়ে একশ্রেণীর টাউট-বাটপার ও দালাল টাকার বিনিময়ে চাকরি মিলিয়ে দেবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠছে। দেশের প্রায় সর্বত্র মন্ত্রী-এমপির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এমন টাউট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকায় সহকারী শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দেবার আশ্বাস দিচ্ছে।

দেশের সরকারী চাকরিতে সবচেয়ে বড় নিয়োগক্ষেত্র এবং বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম প্রাথমিকের প্রধান ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সারা দেশে শুরু হয়েছে বেকারদের ধরাধরি। সহকারী শিক্ষকের ৮ হাজার ৬৪২টি পদে ১ লাখ ৫ হাজার ৭৩২ পরীক্ষার্থীকে পাস করানোর ফলে মেধার বদলে এবার তদ্বিরের প্রতিযোগিতা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রাইমারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে লিখিত পরীক্ষার পাস নম্বর কমিয়ে এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে একদিকে এই বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে পাস করানো হয়েছে, অন্যদিকে দুর্নীতির পথ করা হয়েছে প্রশস্ত। রহস্যজনক কারণে লিখিত পরীক্ষার পাস নম্বর ৪০ থেকে কমিয়ে ২৫ করার ফলে দেশজুড়ে পাস করেছে

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

প্রাথমিক শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী। আবার মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করার ফলে তদ্বিরের সুযোগ অবারিত করা হয়েছে। এই দু'টি নতুন উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে মেধাবীরা উপেক্ষিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ প্রকৃত মেধাবীদের চিহ্নিত করতে যেখানে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কমানো হয় সেখানে এই নম্বর বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে মৌখিক পরীক্ষা পরিণত হবে প্রহসনে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন পরীক্ষার্থীর প্রতি জেলা প্রশাসন পক্ষপাত দেখালেই তার চাকরি জুটে যাবে। নামকাওয়াস্তে নেয়া এবং বহুল সমালোচিত মৌখিক পরীক্ষার কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০ থেকে ১০ করার সুপারিশ করলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ২০ থেকে বাড়িয়ে তা ৩০ নির্ধারণ করেছে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম জনকণ্ঠকে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে যাতে কোন দুর্নীতি না হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনিয়মের জন্য মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো এবং লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর কমানো হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে আগামী সপ্তাহখানেকের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের চূড়ান্ত নিয়োগ তালিকা প্রকাশ করা হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে গত ১৭ অক্টোবর প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্তদের ফল প্রকাশ করা হয়। কিন্তু দু'দিনের মাথায় স্থগিত করা হয় এই ফল। এ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত ডিজি এএম মোছাদ্দেকুল ইসলাম সম্প্রতি বলেন, প্রধান শিক্ষক পদে যতগুলো শূন্যপদ ছিল তা পোষ্য ও মহিলা কোটার কারণে পূরণ করা যাচ্ছিল না। ফলে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে মহিলা ও পোষ্য কোটা বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেবার আগে ১৩ থেকে ১৪শ' প্রধান শিক্ষক নেয়া যাচ্ছিল এবং তাতে অনেক পদ খালি থাকত। এজন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে মহিলা ও পোষ্য কোটা বাতিল করে ২১শ' প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ডিজি বলেন, প্রাথমিক স্কুলে প্রধান ও সহকারী শিক্ষক পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ সম্পন্ন হবে।